মহাজনপুর ইউনিয়নে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থীবীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাতে মেহেরপুরের মহাজনপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থীবীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতিকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেসুর রহমান খোকন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আ খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলিগের সভাপতি সুবাদ আলী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নুর সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের র্যালি

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থীবীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রবিবার বিকালে মেহেরপুর কাথুলি বাসস্ট্যান্ডে থেকে র্যালিটি বের হয়ে মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর কোর্ট মোড়ে গিয়ে শেষ হয় এবং পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

র্যালি উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান (ছোট), বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেসুর রহমান খোকন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, সদর থানা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সাজেদুর রহমান সাজু, মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান মফিজ,

মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি রেজাউল ইসলাম রেজা, মেহেরপুর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদ সহ আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর-২ আসনের নৌকা প্রার্থীকে শোকজ

নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের কারনে মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মো: নাজমুল হক সাগরকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি । আগামী মঙ্গলবার ২ জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় সশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তাকে শোকজের উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রবিবার ৩১ ডিসেম্বর মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ-১ম আদালতের বিচারক মোঃ শাহিনুর রহমান এই শোকজ করেন।

নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে শোকজে বলা হয়েছে, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী এলাকা মেহেরপুর-০২ (গাংনী উপজেলা) আসনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ডাঃ আবু সালেহ মোঃ নাজমুল হক সাগর পরিচালিত গাংনী হাসপাতাল বাজারস্থ এ্যাডভান্স মেডিকেয়ার লিমিটেডে অর্থ ব্যয় করে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করেন। এবং অন্য চিকিৎসকদের নিয়ে রোগীদেরকে ফ্রি সেবার নামে প্রেসক্রিপশনের অপর পৃষ্ঠায় নির্বাচনি পোষ্টার ব্যবহার করে ভোটারদের অবৈধ ভাবে প্রভাবিত করে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরন বিধিমালা লঙ্ঘন করায় তাকে শোকজ করেছেন নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি।

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতিকে নৌকার সমর্থকরা মারপিট করার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের গান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন বিশ্বাসকে নৌকার সমর্থকরা বেধরক মারপিট করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী।

আজ রোববার দুপুরে মুসা মিয়া আইসিটি সেন্টারে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। এসময় অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন বিশ্বাস লিখিত বক্তব্যে বলেন, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ আমি স্বতন্ত্র প্রার্থীর ঈগল প্রতীকের প্রচার প্রচরনায় অংশ গ্রহণে বাধা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি হুমকি দিয়ে আসছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় আমি মাইক্রোবাস যোগে শংকরপুর ওমরের চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথেই চন্ডিপুর গ্রামের জোবায়ের মির, মির কামরুজ্জামান, হেলাল আহম্মেদ ও আজিজুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন এসে আমাকে কলার চেপে ধরে এলোপাতাড়িভাবে কিল-ঘুষি মেরে ফেলিয়ে দিয়ে বেদনাযুক্ত জখম করে। তারা আমার গাঁয়ে থাকা মুজিব কোর্ট টেনে ছিড়ে ফেলে। তখন ওর আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এলে তারা বলে এরপর থেকে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচার প্রচরনায় গেলে আমার হাত পা ভেঙ্গে ফেলাসহ আমার স্ত্রী সন্তানদের খুন করবে বলে ভয়ভীতি ও হুমকী দিয়ে চলে যায়। বর্তমানে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার প্রচরনায় অংশ নিতে ভয় পাচ্ছি। পাশাপাশি স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে বাড়ীতে জান-মালের নিরাপত্তায় ভুগছি। আমি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট এর বিচার চাচ্ছি। এঘটানায় ঝিনইদহ সদর থানায় শনিবার রাতে একটি অভিযোগ দায়ের করেছি। যার নম্বর-১৯২৭। এব্যাপারে পুলিশের জোরালো ভূমিকা রাখার দাবি জানাচ্ছি।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অবাধ ও সুষ্ঠভাবে: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অবাধ ও সুষ্ঠভাবে, পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিবেন জনগণ। দলের পক্ষে বা সরকারের পক্ষে ভোট চুরি করার কোনো সম্ভাবনা নাই। নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে। ভোট চুরির কথা বলে নির্বাচন কমিশনারকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হচ্ছে।

হানিফ বলেন, বিএনপির পায়ের তলায় মাটি নেই। অতীতে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে সীমাহীন দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে জনগণের কোন উন্নয়ন করতে পারেনি। তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড ছিল জনগণ ও দেশ বিরোধী। তাই বিএনপির উপর জনগণের কোনো সমর্থন নেই।

শনিবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসায় দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নির্বাচনী আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, নির্বাচন বানচালের জন্য বিএনপি জামায়াত দীর্ঘদিন ধরে সরকারের পতন ও নির্বাচন বর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে কর্মসূচি পালন করছে। এতে নির্বাচন বন্ধ হবে না, নির্বাচন যেকোনো মূল্যেই অবাধ, সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে হবে।

তিনি আরো বলেন, বিগত সময়ে আমার উপর ভরসা রেখে আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন। কুষ্টিয়াবাসীর যে স্বপ্ন ছিলো সবই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি। কুষ্টিয়ার উন্নয়ন অগ্রগতি এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। সন্ত্রাসের জনপদ থেকে শান্তির কুষ্টিয়া গড়ার চেষ্টা করেছি। আমার মূল লক্ষ্য কুষ্টিয়ার উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আমি চেয়েছি জনগণ নিরাপদে চলাফেরা করবে। আপনাদের আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকাকে বিজয়ী করতে কাজ করুন। তাই আগামী দিনে কুষ্টিয়ার আরও উন্নয়ন ও শান্তির জন্য দলমত নির্বিশেষে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

পরে সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ী ইউনিয়নের এলাকায় গণসংযোগ, পথসভা ও র্বাচনী সভায় অংশ নেন আওয়ামীলীগের এই নেতা।

মুজিবনগরে নৌকা ও ট্রাক সমর্থকদের সংঘর্ষে ৫ নেতা- কর্মী আহত

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে নৌকার প্রার্থীর সমর্থক ও স্বতন্ত্র (ট্রাক) প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষে এক নারী সহ ৫ জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান (৪৩),বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ওয়ার্ড সদস্ আব্দুর রাকিব, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা খালিদুজ্জামান খান ডালিম (৪৬), যুবলীগ কর্মী তেলা শেখ (৩২) ও সাবেক নারী ইউপি মেম্বর মুক্তা খাতুন (৩৭)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাগোয়ান গ্রামের পাঠানপাড়ায় নৌকার প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের একটি অফিস রয়েছে। তার দক্ষিণ পাশে মসজিদের কাছে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের (ট্রাক) পথসভা চলছিলো। প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বক্তব্যের সময় জোরে মাইক বাজাতে শুরু করে নৌকার সমর্থকরা। শহিদুল ইসলাম পেরেশান, খালিদুজ্জামান সহ বেশ কয়েক কর্মী তাদের মাইকের শব্দ কমাতে বলে। এ সময় তাদের বাগ বিতান্ডা ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এতে আহত হয় আব্দুর রকিব, ডালিম, তেলা শেখ, শহিদুল ইসলাম পেরেশান ও মুক্তা খাতুন নামের এক নারী। তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়।

আহত সাবেক মহিলা ইউপি সদস্য মুক্তা খাতুন বলেন, তকলিমা মেম্বারের ভাই লাবলু পেরেশান ভাইকে আটক করে মারধর করছিলো। আমি বলতে গেলে বলে তুই কেন ট্রাক করছিস বলে আমাকে গলা টিপে ধরে বড় দা দিয়ে মেরেছে।

বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ওয়ার্ড সদস্ আব্দুর রাকিব বলেন আমরা আমাদের অফিসে বসে ছিলাম নির্বাচনের বিষয়ে আলাপ করছিলাম এই সময় ট্রাক সমর্থক পেরেশানের নেতৃত্বে কয়েকজন এসে আমাদের অফিসে হামলা চালায় চেয়ার ভাংচুর করে। এ সময় আশেপাশের লোকজন এসে তাদেরকে ধরে আটকে রাখে পরে পুলিশ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা বলেন, নৌকার অফিসে প্রথমে হামলা কর হয়েছে। আমাদের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আমরা মুজিবনগর থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ঘটনাটি দুঃখজনক। পথসভায় এমন হামলা মেনে নেয়া যায় না। আমাদের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। মুজিবনগর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। মামলা দায়েরের পর আমরা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে জানাবো।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার দত্ত বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যায়। বর্তমানে এলাকার অবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

মুজিবনগরে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মুজিবনগর উপজেলায় ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত

হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আ খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলিগের সভাপতি সুবাদ আলী, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকদের হামলায় নৌকার সমর্থক আহত

আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামে ঈগল ও ফ্রিজ প্রতীকের সমর্থকদের হামলায় নৌকার সমর্থক ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান (৩৭) ও তার স্ত্রী জেসমিন খাতুন (২৮) আহত হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে নাগদাহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামে এঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় জেসমিন খাতুনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে

চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান স্থানীয় ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, আমরা চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকা প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের সমর্থক। প্রতিবেশি আব্দুর রশিদ নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ করলেও লুকিয়ে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার সমর্থক হিসেবে কাজ করছে বলে জেনেছি। তার দুই ছেলে তরুণ ও তপন ঈগল প্রতীকের সমর্থক হিসেবে কাজ করছেন। আব্দুর রশিদের বড় ভাইয়ের ছেলে হাসান ফ্রিজ প্রতিকের স্বতন্ত্র প্রার্থী এম.এ. রাজ্জাক খানের সমর্থক। যেহেতু জানা মতে আব্দুর রশিদ নৌকার সমর্থক তাই শুক্রবার সন্ধ্যায় আব্দুর রশিদ সহ উপস্থিতদের সামনে ` নিজের ঘর আগে সামলিয়ে তারপর নৌকা প্রতীকের ভোট চাইতে হবে’ এমন কথা বলি। এরপরই আব্দুর রশিদ, তার দুই ছেলে ও ভাস্তের সঙ্গে আমার সামান্য কথা কাটাকাটি হয়। তারপর যে যার মত চলে যায়।

আনিছুর রহমান আরও বলেন, আজ (শনিবার) সকালে হঠাৎ আব্দুর রশিদের দুই ছেলে, তার ভাস্তেসহ ৩০-৪০ জন লোকজন নিয়ে আমার উপর হামলা করে কিল-ঘুষি দিয়ে আহত করে। আমার স্ত্রীকেও লাঠি দিয়ে হাতে আঘাত করেছে এবং তার গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি খুব বেশি আহত না হলেও আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, ওই নারীর হাতের কব্জি ফোলা এবং কালো স্পট আছে। এক্স-রে করার পরামর্শ দিয়েছি। তারপর বলা যাবে আঘাতের পরিমান।

আহত জেসমিনের বড় বোন সাজেদা পারভিন জানান, আমার দেবর ইউপি সদস্যসহ আমরা নৌকার ভোট করি। আর যারা জেসমিনকে মেরেছে তারা ঈগল প্রতীকের সমর্থক। গতকাল শুক্রবার আমার দেবর তাদের বলে আমার কাছে টাকা দিয়ে ঈগল ও ফ্রীজ প্রতীকের ভোট কেন করছো। এ নিয়ে দুপক্ষ হুমকি ধামকি দেয়। এরই জের ধরে আজ সকালে ঈগল প্রতীকের সমর্থকরা লাঠিসোঠা নিয়ে আমার বাড়িতে এসে দেবরকে কিল-ঘুষি দিয়ে আহত করে। তার স্ত্রীকে চুল চেপে ধরে মাটিতে ফেলে লাথি মারতে থাকে এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করে। এসময় জেসমিনের গলায় একটি স্বর্ণের চেইন নিয়ে নেই।

এ বিষয়ে জানতে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত প্রার্থী দিলীপ কুমার

আগরওয়ালা এবং ফ্রীজ প্রতীকের স্বতন্ত প্রার্থী রাজ্জাক খানের ব্যক্তিগত নাম্বারে কল করা হলেও তারা রিসিভ করেননি।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) আব্দুল গনি মিয়া বলেন, আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ইউপি সদস্য আনিছুর এবং তার প্রতিবেশি চাচা আব্দুর রশিদ দুজন-ই নৌকার পক্ষে। আবার ওই চাচার দুই ছেলের মধ্যে একজন ঈগল অপরজন ফ্রিজ প্রতীকের পক্ষে। তাদের মধ্যে কার কতজন লোকজন আছে এ নিয়ে সামান্য ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। এর সঙ্গে মহিলারাও যোগ দেয়। এতে ইউপি সদস্যের স্ত্রী হাতে লাঠির আঘাতে আহত হয় এবং তার গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নিয়েছে বলেও মৌখিক অভিযোগ করে। মামলা করলে তদন্ত পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এবার মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটনকে শোকজ

সরকারি গাড়ী ব্যবহার করে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় এবার মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনকে শোকজ করেছে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি।

আজ শনিবার মেহেরপুর-১ আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান ও মেহেরপুরে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ এইচ এম কবির হোসেন এ শোকজ করেন। মেহেরপুর-১ আসনের নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেনের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এ শোকজ করা হয়েছে।

শোকজ বলা হয়েছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর ১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পক্ষে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে ও নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে নিয়মিত প্রচারনা চালাচ্ছেন। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুবে একটি ভিডিও প্রচার হতে দেখা যায়। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে মেহেরপুর-১ আসনের বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেন, তাঁর সহধর্মিনী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, ভাই শহিদ সরফরাজ

হোসেন মৃদুল ও ভগ্নিপতি মো: আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস দের উদ্দেশ্য করে ব্যক্তিগত চরিত্র হেয় করে অশালীন বক্তব্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ফরহাদ হোসেনকে দুর্নীতিবাজ, উন্নয়নকাজে বাধাদানকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাকে ও তার পরিবারকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি প্রদান করেছেন।

সরকারী গাড়ি ব্যবহার করে নির্বাচনি জনসভায় অংশগ্রহন করেন এবং উস্কানীমূলক, মানহানিকর এবং ব্যাক্তিগত চরিত্র হনন মূলক বক্তব্য দিয়ে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১১ (ক) ও ১৪ (২) লংঘন করেছেন মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়।

এ বিষয়ে পৌর মেয়রকে স্বশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে আগামী ১ জানুয়ারি দুপুর ১২ টার সময় নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মিয়াজানের উপর চড়াও ডা. অলোক

চাকরিবিধি লংঘন করে নির্বাচনী প্রচারণা করা এবং মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল মান্নান কে ভারতের দালাল বলার দ্বায়ে করা শোকজের উত্তর দিয়েছেন ডা. অলোক কুমার দাস। শোকজ এর উত্তর দিয়ে ফেরার সময় আদালতের বারান্দায় প্রফেসর আব্দুল মান্নান এর প্রতিনিধি এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীকে দেখে উত্তেজিত ডা. অলোক তাকে অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন।

আজ শনিবার (৩০ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া ১২ টার দিকে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় এ ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির চেয়ারম্যান এবং যুগ্ন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেনের

খাস কামড়ায় শোকজ এর উত্তর দিয়ে ফিরছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার দাস। এ সময় অভিযোগের সাপেক্ষে তথ্য প্রমান দাখিল করার জন্য আদালতের বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী। এ সময় প্রফেসর আব্দুল মান্নানের প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীর উপর চড়াও হন ডা. অলক কুমার দাস। এডভোকেট মিয়াজান আলী তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

ডা. অলক কুমার দাস এ সময় চিৎকার করে মিয়াজান আলীকে বলেন, আপনি ভুলে গেছেন আপনার কত উপকার করেছি। আর আপনি আমার নামে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটিতে অভিযোগ দিয়েছেন। চাকরি সংক্রান্ত কিছু সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে গেছিলাম।চাকুরীর কারণে তিনি আমার গার্জিয়ান।

এ সময় এডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন, আপনার গার্জিয়ান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডিজি। আপনার সমস্যা আপনি আপনার ডিজিকে জানাবেন। উনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী কিন্তু বর্তমানে উনি একজন নির্বাচনী প্রার্থী। উনার গাড়িতে এখন পতাকা নাই।

মিয়াজান আলীর কথা শুনে ডা. অলোক তার কানে চুপিসারে কিছু কথা বলেন। এবং রাগান্বিত হয়ে অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলীকে উচ্চস্বরে “আপনি একটা অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী বলে স্থান ত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য জেলা জজ আদালতের সকল বারান্দা সিসিটিভি ক্যামেরার আওতাভুক্ত।